যুগান্তর

তারিখ 18 MAY 2005
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারছে না

- প্রতিবছর ড্রপ আউট হচ্ছে ১২শ' শিক্ষার্থী
- বিজ্ঞান অনুষদে ড্রপ আউট হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বাধিক
- শিক্ষার্থীদের অমনোযোগিতা ও অবহেলা অন্যতম কারণ

সারোয়ার সুমন, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের প্রায় ৪০ শতাংশ তাদের শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারছে না। ক্লাসে পর্যাপ্ত উপস্থিতি না থাকায়, আর্থিক দৈন্যতায় কিংবা নিয়মের মারপ্যাচে পড়ে একটি শিক্ষাবর্ষের এত উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থী তাদের কাঙ্ক্ষিত ডিগ্রি অর্জনের আগেই 'ড্রপ আউটের' শিকার হচ্ছে। ড্রপ আউট হয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদের পরবর্তীকালে অন্যত্র ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকছে না। আবার তাদের কারণে শূন্য হয়ে যাওয়া আসনগুলোতেও কর্তৃপক্ষ অন্য কাউকে ভর্তি করাতে পারছেন না। এতে করে আসন খালি থাকা সত্ত্বেও প্রতিবছর কয়েক হাজার শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। চবি'র কলা, সমাজবিজ্ঞান, বাণিজ্য, আইন ও বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত ৩৩টি বিভাগ ও দু'টি ইন্সটিটিউটে প্রতি বছর ভর্তির সুযোগ পায় মাত্র ২ হাজার ৭০০ শিক্ষার্থী। অথচ সীমিতসংখ্যক এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংখ্যা থাকে ৬০ থেকে ৭০ হাজার। অর্থাৎ প্রতিটি আসনের জন্য প্রার্থী থাকে গড়ে ২৫ জন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষার পর মাত্র ২ হাজার ৭০০ শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেলেও প্রতিবছর ডিগ্রি নিয়ে বেরোয় মাত্র ১৫শ' থেকে ১৬শ' শিক্ষার্থী। চবি'র প্রশাসনিক সূত্র থেকে পাওয়া এ তথ্যানুযায়ী ভর্তির সুযোগ পেয়েও প্রতিবছর ডিগ্রি অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে প্রায় ১২শ' শিক্ষার্থী। শতাংশ হারে যা মোট শিক্ষার্থীর ৪০ শতাংশ। সূত্র অনুযায়ী ফি বছর বাণিজ্য অনুষদে ভর্তির সুযোগ পাওয়া প্রায় ৪৫০ জনের মধ্যে গড়ে ১৫০ জনই শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারছে না। কলা অনুষদে ৮শ' জনের মধ্যে গড়ে ৩শ' জন ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি হওয়া প্রায় ৬শ' জনের মধ্যে গড়ে ২৫০ জন প্রতিবছর 'ড্রপ আউটে'র শিকার হচ্ছে। আইন অনুষদে ভর্তি হওয়া ১২০ জনের মধ্যে ডিগ্রি অর্জনে ব্যর্থ হয় গড়ে ৪০ থেকে ৫০ জন শিক্ষার্থী। প্রশাসনিক সূত্র থেকে পাওয়া এই তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, বিজ্ঞান অনুষদেই 'ড্রপ আউট' হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বাধিক। দু'টি ইন্সটিটিউটসহ বিজ্ঞান অনুষদে একটি শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সুযোগ পায় প্রায় ৯শ' শিক্ষার্থী। কিন্তু অনার্স ডিগ্রি অর্জনের আগেই ফি বছর ৩শ' থেকে ৪শ' শিক্ষার্থী তাদের পড়াশোনার ইতি টানছে। বিজ্ঞান অনুষদে সর্বাধিক 'ড্রপ আউট' হচ্ছে পদার্থবিদ্যা বিভাগে। ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে পদার্থবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হয় ১১৫ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু চতুর্থ বর্ষে এসে এখন এই শিক্ষাবর্ষে নিয়মিত শিক্ষার্থী আছে মাত্র ৬৫ জন। একই শিক্ষাবর্ষে রসায়ন, পরিসংখ্যান এবং গণিত বিভাগে সমসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও চতুর্থ বর্ষে এসে এসব বিভাগে নিয়মিত শিক্ষার্থী আছে যথাক্রমে ৭০, ৭৫ ও ৭২ জন। একই অবস্থা কলা, সমাজবিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগগুলোতেও। তবে বিজ্ঞান অনুষদের তুলনায় ড্রপ আউট হওয়া শিক্ষার্থীর হার এসব অনুষদে কিছুটা কম। কলা অনুষদের অন্তর্ভুক্ত যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সুযোগ পায় ৩৪ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু চতুর্থ বর্ষে এসে এই শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী আছে মাত্র ২৪ জন। একই শিক্ষাবর্ষে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয় ১১৫ জন। কিন্তু চতুর্থ বর্ষে এসে এখন নিয়মিত শিক্ষার্থী আছে মাত্র ৮০ জন। মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে এই সংখ্যা কমে ৬৫ থেকে ৭০ জনে আসতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন বিভাগেরই এক শিক্ষক। ড্রপ আউট হওয়া এসব শিক্ষার্থীর কেউ ভর্তি হওয়ার পরপর, কেউবা বিভিন্ন বর্ষের মাঝপথে, তাদের শিক্ষা জীবনের ইতি টানে। চবি'তে ডিগ্রি অর্জনের আগে এভাবে প্রতিবছর ড্রপ আউট হচ্ছে প্রায় ১২শ' শিক্ষার্থী। অনুসন্ধানে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর শিক্ষার্থীদের অনেকে অন্যত্র পুনঃভর্তি হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় উপস্থিতির অভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি লাভে ব্যর্থ হওয়ায় চবি'তে 'ড্রপ আউট' হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা এত ব্যাপক। উল্লেখ্য, চবি'তে ন্যূনতম ৬০ শতাংশ উপস্থিতি না থাকলে কোন শিক্ষার্থীকে ওই বর্ষের নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয় না। আবার টিউটোরিয়াল এবং ব্যবহারিকসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত নম্বর অর্জনে ব্যর্থ হয়েও ড্রপ আউটের তালিকায় নাম উঠছে অনেক শিক্ষার্থীর। এ প্রসঙ্গে চবি উপাচার্য প্রফেসর এজেএম নুরুদ্দীন চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের অমনোযোগিতা ও অবহেলা ড্রপ আউট হওয়ার অন্যতম কারণ।' আবার অনেকে পুনঃভর্তি হওয়ায় আসন খালি হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি জানান। শিক্ষার্থীরা তাদের এমন মানসিকতা পরিবর্তন করলে 'ড্রপ আউটে'র এই অভিশাপ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কিছুটা মুক্ত হবে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।